দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশত ঊনচল্লিশ

দানিয়েল ১১:৪০-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সাযুজ্য: শেষ প্রেসিডেন্টের রহস্য উন্মোচন

Jeff Pippenger
2024-03-16

আমরা দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের সঙ্গে একই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের সামঞ্জস্য বিবেচনা করছি। প্রথম পদে ১৯৮৯ সালকে শেষ সময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং চল্লিশতম পদেও ১৯৮৯ সালেই শেষ সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে, যার প্রতীক ছিল ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯-এ বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলা।

দ্বিতীয় পদটি ১৯৮৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতিকে সকল রাষ্ট্রপতির মধ্যে সর্বাধিক ধনী হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং সেই অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই নির্দেশ করে। এভাবে এটি চিহ্নিত করে যে ট্রাম্প সমগ্র গ্রীসকে "উত্তেজিত করবেন", যা তৃতীয় পদের আলেকজান্ডার মহানের গ্রীক সাম্রাজ্যকে বোঝায়। তৃতীয় ও চতুর্থ পদের গ্রীক রাজ্যটি দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে এক বিশ্বব্যাপী রাজ্যের প্রতীক।

উইলিয়াম মিলার “ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায়” বাক্যাংশটি প্রবর্তন করেছিলেন, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইতিহাস এমন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করে যে তিনি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের গত আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন তাই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবালিস্টরা এবং পুরো বিশ্ব ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘৃণা করে—এমন এক অযৌক্তিক ঘৃণা যে অনেকেই একে উন্মাদনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া শেষ আটজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথমজন নানাভাবে স্পষ্টভাবে ট্রাম্পের অগ্ররূপ ছিলেন; ফলে এটি সমর্থন পায় যে দ্বিতীয় পদে উল্লিখিত ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি শেষ পর্যন্ত অষ্টম এবং শেষ রাষ্ট্রপতি হবেন। আটজনের ধারাবাহিকতার প্রথম হিসেবে Reagan অষ্টম ও শেষজনের অগ্ররূপ ছিলেন, কারণ যীশু সবসময় কোনো বিষয়ের সমাপ্তিকে তার শুরুর মাধ্যমে চিত্রায়িত করেন।

রোনাল্ড রেগানের সাক্ষ্য—যিনি ১৯৮৯ সালে ‘সমাপ্তির সময়’-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন—ভবিষ্যদ্বাণীমতে সেই প্রেসিডেন্টকে নির্দেশ করে, যিনি আট প্রেসিডেন্টের মধ্যে শেষজন হবেন। রেগানের পর সাতজন প্রেসিডেন্ট থাকবে, কারণ শীঘ্র আগত ‘সানডে ল’-এ বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার অবসান ঘটবে; এবং সেই সানডে ল’ পর্যন্ত যাওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্র পশুর একটি প্রতিমূর্তি গড়ে তুলবে, আর সেই পশুটি সাতটির মধ্যেই অষ্টম। ১৯৮৯ সালের সমাপ্তির সময়ে রেগান ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, আর শেষজন হবেন অষ্টম—অর্থাৎ সাতের অন্তর্গত অষ্টম।

রিগ্যান ১৯৮৭ সালের ১২ জুন, জার্মানির পশ্চিম বার্লিনে বার্লিন প্রাচীরের নিকটস্থ ব্রান্ডেনবুর্গ গেটে প্রদত্ত এক ভাষণে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচেভকে উদ্দেশে করে বলেছিলেন, “সাধারণ সম্পাদক গর্বাচেভ, আপনি যদি শান্তি চান, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমৃদ্ধি চান, যদি উদারীকরণ চান: এই গেটে আসুন! জনাব গর্বাচেভ, এই গেট খুলুন! জনাব গর্বাচেভ, এই দেয়াল ভেঙে

ফেলুন!” শেষ আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথমজনের সবচেয়ে বিখ্যাত এই উক্তিটি দুই বছর পরে, ৯ নভেম্বর ১৯৮৯-এ, দেয়াল ভেঙে ফেলার বাস্তবায়নকে চিহ্নিত করেছিল।

এভাবে, দেয়াল ভেঙে ফেলার বিষয়ে রেগানের জোর অষ্টম প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করেছিল; যিনি ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তার প্রচারণা গড়ে তুলেছিলেন "দেয়াল নির্মাণ" করার প্রতিশ্রুতির ওপর। শেষ আট প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথমজন দেয়াল ভেঙে ফেলার আহ্বান জানান, এবং বার্লিন প্রাচীর ১৯৮৯ সালে, শেষ সময়ে, ভেঙে ফেলা হয়েছিল। শিগগির আসন্ন সানডে ল'-এ চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের "দেয়াল" ভেঙে ফেলা হবে, যার প্রতিনিধিত্ব ১৯৮৯ সালের সেই শুরুর মাধ্যমে করা হয়েছিল। সেই সময়ের মাঝামাঝি সেই ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট, যিনি গ্লোবালিস্টদের উসকে দেন, এমন একটি দেয়াল নির্মাণের চেষ্টা করেন যা তারা চায় না; এবং যখন তিনি আবার সাতজনের মধ্যে অষ্টম প্রেসিডেন্ট হবেন, তখন আরেকটি "দেয়াল" ভেঙে পড়বে।

আট রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথমজন চিহ্নিত হয় একটি প্রাচীর ভেঙে ফেলার মাধ্যমে, যা শেষ সময়কে চিহ্নিত করেছিল, যেমনটি দানিয়েলে এগারো অধ্যায় চল্লিশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং আট রাষ্ট্রপতির মধ্যে শেষজন চিহ্নিত হয় একটি "প্রাচীর" ভেঙে ফেলার মাধ্যমে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহর দেওয়ার সময়ের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, যেমনটি দানিয়েলে এগারো অধ্যায় একচল্লিশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ছিলেন সাবেক ডেমোক্র্যাট থেকে রিপাবলিকানে পরিণত, সাবেক মিডিয়া তারকা, সুস্পষ্ট বাগ্মিতার জন্য পরিচিত একজন ব্যক্তি, গভীর রসবোধসম্পন্ন, এবং ওয়াশিংটন, ডিসির এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো এক আর্থিক রক্ষণশীল। তবু জাতির রাজধানীতে প্রোথিত এস্টাবলিশমেন্ট (সোয়াম্প)-এর বিরুদ্ধে তার প্রথম প্রচারণার বক্তৃতা সত্ত্বেও, তিনি শেষ পর্যন্ত সেই সময় পর্যন্ত অন্য যে কোনো আধুনিক প্রেসিডেন্টের তুলনায় তার মন্ত্রিসভার পদগুলোতে স্বীকৃত গ্লোবালিস্ট রাজনীতিবিদদের বেশি শতাংশে নিয়োগ করেছিলেন। এমনকি তিনি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে, উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে জর্জ বুশ সিনিয়রকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁর পরিবারের শিকড় বৈশ্বিকতাবাদের ইতিহাসে বহু দূর পেছনে পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রাম্প যেটিকে ‘সোয়াম্প’ বলে অভিহিত করতেন, সেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোকে পরিষ্কার করার অঙ্গীকার নিয়ে তিনি প্রচারণা চালিয়েছিলেন; কিন্তু ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর রেকর্ডই তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে। যাদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন সেই ‘সোয়াম্প’-এরই প্রতিনিধি, যার বিরুদ্ধেই ট্রাম্প এত দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। রিগ্যানের মতো ট্রাম্পও একসময় ডেমোক্র্যাট থেকে রিপাবলিকান হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন সাবেক মিডিয়া তারকা, বক্তৃতা-কুশলতার জন্য পরিচিত, গভীর রসবোধসম্পন্ন, এবং অর্থনৈতিকভাবে রক্ষণশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রেসিডেন্ট হবেন সেই ব্যক্তি, যখন যুক্তরাষ্ট্রে পোপতন্ত্রের প্রতিমূর্তি (পশুর প্রতিমূর্তি) গঠিত হবে। অতএব ১৯৮৯ সাল থেকে গণনা করলে অষ্টম ও শেষ প্রেসিডেন্ট ড্রাগন-শক্তির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে সম্পৃক্ত থাকবেন; কারণ ড্রাগনের সঙ্গে দীর্ঘ, টানা এক যুদ্ধের মধ্যেই ৫৩৮ সালে ড্রাগন-শক্তি দ্বারা পোপতন্ত্র প্রথম সিংহাসনে বসানো হয়েছিল, পরে ১৭৯৮ সালে একই ড্রাগন-শক্তি দ্বারা সিংহাসনচ্যুত করা হয়, এবং আবারও তাকে সিংহাসনে বসাবে সেই ড্রাগন-শক্তি, যার প্রতিনিধিত্ব করে সেই দশ রাজা যারা তাদের সপ্তম রাজ্য পোপতন্ত্রকে দিতে সম্মত হয়; এবং পরবর্তীতে তারা যখন

তাকে আগুনে জ্বালিয়ে তার মাংস খায়, আর সে কোনো সহায়তাকারী ছাড়াই তার অন্তে পৌঁছায়, তখন তারা পোপীয় পশুকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

যিনি অষ্টম হতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ সাতজনেরই একজন, তিনিই হবেন সেই রাষ্ট্রপতি যিনি ড্রাগন শক্তির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থাকবেন। সেই যুদ্ধটিকে চিহ্নিত করা যায় যখন ষষ্ঠ এবং সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রপতি সমগ্র বিশ্বায়নপন্থী ড্রাগন শক্তিগুলোকে উসকে দেন। ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া শেষের আটজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে দুইজন মারা গেছেন, ফলে ড্রাগন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত থাকতে পারেন এমন ছয়জন সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি অবশিষ্ট রয়েছেন।

ওই ছয়জনের মধ্যে চারজনই প্রকাশ্যে ড্রাগন-শক্তিচালিত গ্লোবালিস্ট। ওই ছয়জনের একজন, তার বাবার মতোই, নিজেকে রিপাবলিকান বলে দাবি করে, কিন্তু তিনি নামেমাত্র রিপাবলিকান, এবং তার বাবার মতোই গ্লোবালিস্ট ড্রাগন শক্তির প্রতিনিধি। জীবিত ছয়জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে কেবল একজন স্পষ্টভাবে গ্লোবালিস্ট নন, এবং তিনিই গ্লোবালিস্টদের তোলপাড় করে দেন। গত আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি পোপতন্ত্রের প্রতিমূর্তির সেই উপাদানটি পূরণ করতে পারতেন, অর্থাৎ ড্রাগন শক্তির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জড়িত থাকার অর্থে।

প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট মার্কিন গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থ থেকে এক বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যা ঠিক এই সত্যটিকেই তুলে ধরে।

> আর যীশু তাদের চিন্তা জেনে তাদের বললেন, যে কোনো রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এবং যে কোনো শহর বা গৃহ নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হলে তা টিকে থাকতে পারে না। আর যদি শয়তান শয়তানকে তাড়ায়, তবে সে নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত; তখন তার রাজ্য কীভাবে টিকে থাকবে? আর যদি আমি বেলজবুবের দ্বারা দুষ্ট আত্মাদের তাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানরা কার দ্বারা তাদের তাড়ায়? সুতরাং তারাই তোমাদের বিচারক হবে। কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা দুষ্ট আত্মাদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। মথি ১২:২৫-২৮।

গ্রেসিয়ার রাজ্যকে নাড়া দেওয়া সেই সবচেয়ে ধনী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ড্রাগনের যুদ্ধ কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্প ও গ্লোবালিস্টদের মধ্যেই হতে পারে, কারণ জীবিত সম্ভাব্য অন্য পাঁচজন প্রেসিডেন্টই আমেরিকাবিরোধী গ্লোবালিস্ট। লিঙ্কন যখন পূর্ববর্তী পদগুলো উদ্ধৃত করছিলেন, জাতিকে দাসপ্রথা-সমর্থক ও দাসপ্রথা-বিরোধী—এই দুই শিবিরে বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরতে, তখন তিনি দাসপ্রথা-সমর্থক ডেমোক্র্যাটদের এবং দাসপ্রথা-বিরোধী রিপাবলিকানদের উদ্দেশ করে বলছিলেন; এবং এতে করে তিনি শেষ দিনের যুদ্ধের কথাই তুলে ধরছিলেন—গ্লোবালিস্ট ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সেই যুদ্ধ, যা সর্বশেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট তাঁর MAGA-ism আন্দোলনের মাধ্যমে উসকে দেন, যার তিনি প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব দেন।

প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে লিঙ্কন শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে প্রতীকায়িত করেন। শেষ প্রেসিডেন্টকে ১৯৮৯ সালের সমাপ্তির সময়ের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টও প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দুই সাক্ষী তারা যাকে প্রতীকায়িত করছেন সেই প্রেসিডেন্টকে রিপাবলিকান হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯৮৯ সালের সমাপ্তির সময়ের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট শুধু রিপাবলিকানই ছিলেন না, বরং তিনি শেষ আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন। শেষ প্রেসিডেন্টকেও প্রথম প্রেসিডেন্ট ও প্রথম

কমান্ডার-ইন-চিফ জর্জ ওয়াশিংটন প্রতীকায়িত করে থাকবেন।

১৭৭৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সময়ে প্রথম প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে ওয়াশিংটনকেও প্রতীকায়িত করা হয়েছিল, এবং সেই প্রথম প্রেসিডেন্ট (পেইটন র‍্যান্ডলফ) ছিলেন সাতজন মানুষের একজন, যারা সাতজন দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত আটটি সময়পর্বে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। র‍্যান্ডলফ ছিলেন আটজনের প্রথমজন, এবং তাই তিনি রিগ্যানকে প্রতিনিধিত্ব করতেন, যিনি আটজনের প্রথমজন ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন সেই অষ্টম, যিনি সাতজনেরই একজন ছিলেন। অতএব র‍্যান্ডলফ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ওয়াশিংটনকে (প্রথম প্রেসিডেন্ট), লিংকনকে (প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট), রিগ্যানকে (শেষ আটজনের মধ্যে প্রথম প্রেসিডেন্ট) এবং ১৯৮৯-এর পরের অষ্টম প্রেসিডেন্টকে, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অপরিহার্যতায় সাতজনের মধ্যকার অষ্টম হবেন।

ওয়াশিংটন জন হ্যানককের দ্বারাও প্রতীকায়িত হতেন, যিনি ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং র‍্যান্ডলফের মতোই সাতের অংশভুক্ত সেই অষ্টম ছিলেন। র‍্যান্ডলফ ওয়াশিংটনকে প্রতীকায়িত করেছিলেন, তাই হ্যানকক যখন র‍্যান্ডলফের সঙ্গে সাতের অংশভুক্ত সেই অষ্টম হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন হ্যানকক ১৯৮৯-এর পর অষ্টম প্রেসিডেন্টকে প্রতিনিধিত্ব করে, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আবশ্যকতায় সাতের অংশভুক্ত সেই অষ্টম হবেন।

র‍্যান্ডলফ, হ্যানকক, ওয়াশিংটন, লিঙ্কন ও রিগ্যান— সবাই শেষ প্রেসিডেন্টকে প্রতীকায়িত করে। ওই সাক্ষীদের মধ্যে দু’জন প্রমাণ করে যে শেষ প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান হবে। দু’জন প্রমাণ করে যে শেষ প্রেসিডেন্ট অষ্টম হবে, অর্থাৎ সাতজনেরই একজন। ১৯৮৯ সালের শেষ সময়ের পরের আট প্রেসিডেন্টের মধ্যে জীবিত পাঁচজন চিহ্নিত করেন যে কেবল ট্রাম্পেরই ড্রাগন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার মতো রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে।

লিঙ্কনের আগে ছিলেন জেমস বুকানান, একজন ডেমোক্র্যাট, যাকে সৎ ইতিহাসবিদরা সেই প্রারম্ভিক আমেরিকান ইতিহাসে সবচেয়ে অকার্যকর প্রেসিডেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন, এবং যার অকার্যকর নেতৃত্ব কার্যত মার্কিন গৃহযুদ্ধের জন্ম দেয়। লিঙ্কন শপথ নেওয়ার আগেই দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলো ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল, এবং লিঙ্কনের অভিষেকের মাত্র এক মাস পরই প্রথম গুলি ছোড়া হয়। বুকানানই এমন সব পদক্ষেপ শুরু করেছিলেন, যা পরিণামে এক যুদ্ধের জন্ম দেয়, যার সমাধান করতে লিঙ্কন বাধ্য হন।

রেগানের আগে আধুনিক কালের সবচেয়ে অকার্যকর রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ডেমোক্র্যাট কার্টার ইরানে অবস্থিত চরমপন্থী ইসলামকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারায় যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রত করেছিলেন।

ট্রাম্পের পূর্বসূরি ছিলেন ওবামা, একজন ডেমোক্র্যাট, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভাজন শুরু করেছিলেন, যা সেই সময় থেকে কেবল বেড়েছে। তার অকার্যকর নেতৃত্বের ধাঁচটি বুচ্যানান ও কার্টারের মতোই ছিল, কিন্তু তার প্রেসিডেন্সির সময় মূলধারার গণমাধ্যম ইতোমধ্যেই এমনভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, যা অ্যাডলফ হিটলারের ‘Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda’-এর সমান্তরাল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ওবামার আক্রমণগুলো—যারা দেখতে না চেয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে—আড়াল করা হয়েছিল, এবং

সংবিধান রক্ষার শপথ নেওয়া ব্যক্তিরূপে তার অকার্যকারিতাও সযত্নে গোপন করা হয়েছিল। ইরানে অবস্থিত উগ্র ইসলামবাদকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে তার অক্ষমতার কারণে ওবামা যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রত করেছিলেন।

ট্রাম্প যখন ২০২৪ সালে পুনর্নির্বাচিত হবেন, ১৯৮৯ সালে রেগানের পর থেকে অষ্টম প্রেসিডেন্ট হিসেবে, তখন তিনি আবারও এমন এক গ্লোবালিস্ট ড্রাগন-শক্তিচালিত ডেমোক্র্যাটের পরে দায়িত্ব নেবেন, যিনি এখন ইতিহাসের সবচেয়ে অকার্যকর প্রেসিডেন্টের উপাধি পেয়েছেন, যিনি ইরানে অবস্থিত উগ্র ইসলামকে মোকাবিলা করার চেষ্টায় বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে লজ্জায় ফেলেছেন, যদিও আবারও আধুনিক মূলধারার গণমাধ্যম (জনশিক্ষা ও প্রচারণার রাইখ মন্ত্রণালয়ের আদলে) সেই সুস্পষ্ট বাস্তবতাকে চাপা দিতে কাজ করে।

রেগান দায়িত্ব গ্রহণের সময় ইরানে অবস্থিত উগ্র ইসলামপন্থাকে কেন্দ্র করে একটি সংকট ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট অমীমাংসিত রেখে গিয়েছিলেন। রেগান সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উগ্র ইসলামপন্থার (যার প্রতিনিধিত্ব করছিল ইরান) মধ্যে উত্তেজনার দিক উল্টাতে পদক্ষেপ নেন। ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের সময় আবারও ইরানেই অবস্থিত উগ্র ইসলামপন্থাকে কেন্দ্র করে একটি সংকট কেবল অমীমাংসিতই ছিল না, বরং ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্টের দ্বারা অর্থায়িতও হয়েছিল। ট্রাম্প সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উগ্র ইসলামপন্থার (যার প্রতিনিধিত্ব করছিল ইরান) মধ্যে উত্তেজনার দিক উল্টাতে পদক্ষেপ নেন। বর্তমান ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অর্জিত সব অগ্রগতি উল্টে দিয়েছেন, এবং বাইডেনের অকার্যকর নেতৃত্বের কারণে এখন সমগ্র বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে।

তা কেবল ইসলাম-সম্পর্কিত সেই কাজটিকেই সম্পন্ন করে না, যা কার্টারের অকার্যকারিতা এবং ওবামার ইসলামের প্রচারে প্রতিফলিত ছিল, বরং যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে বুচানানের কাজটিকেও সম্পন্ন করে, যে যুদ্ধটি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে সমাধান করতে হয়েছিল।

প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের মতোই, ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পকে গ্লোবালিস্ট ড্রাগনের শক্তিসমূহ রাজনৈতিকভাবে হত্যা করেছিল। যখন তাকে রাস্তায় মৃত বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল, তখন পৃথিবীর জন্তুর গ্লোবালিস্টরা এবং সমগ্র বিশ্বের গ্লোবালিস্টরা উদযাপন করতে শুরু করল, যেমনটি প্রকাশিত বাক্যের অধ্যায় এগারোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

> আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, অতল গহ্বর থেকে ওঠা সেই পশুটি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাদের পরাস্ত করে হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহ সেই মহান নগরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যা আত্মিকভাবে সদোম ও মিসর বলে পরিচিত, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আর লোক, গোত্র, ভাষা ও জাতির লোকেরা সাড়ে তিন দিন তাদের মৃতদেহ দেখবে, এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে কবর দিতে দেবে না। আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা তাদের নিয়ে আনন্দ করবে, উল্লাস করবে, এবং একে অপরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবীর বাসিন্দাদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। আর সাড়ে তিন দিনের পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা পায়ে দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখল তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭-১১।

আমরা এখন ২০২৪-এ এসে পৌঁছেছি, যেখানে ট্রাম্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ৬ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে উল্লাস ও আমোদ করে আসা ড্রাগন-জগৎ এখন 'মহা ভয়'-এর মুখোমুখি। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া (MSM) আতঙ্কে আছে। তাদের নিজেদের টকিং পয়েন্টগুলো থেকেই এখন স্পষ্ট হচ্ছে তাদের উদ্বেগ যে, পুরনো রক-অ্যান্ড-রোল গানের ভাষায় বলতে গেলে, 'যে ক্লান্ত বুড়ো মানুষটিকে তারা রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছে,' তিনি ট্রাম্পের সংখ্যার যথেষ্ট কাছাকাছি থাকতে সক্ষম নন, যাতে তাদের ভোটিং মেশিনগুলো বাইডেনকে জয়ী করাতে পারে। হিটলারের আমলে যেমন ছিল Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda, আজকের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াও তেমনি এক প্রোপাগান্ডা যন্ত্র।

এ সত্যটি বারবার এমনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যরকম হওয়ার কোনো গাণিতিক সম্ভাবনাই নেই। যখনই সমাজের বৃহত্তর পরিসরে কোনো নতুন গ্লোবালিস্ট টকিং পয়েন্ট চালু করা হয়, বারবার নথিবিদ্ধ হয়েছে যে ড্রাগনের প্রচারযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যম এই ঘটনা বা ওই বিষয়টি বর্ণনা করতে শব্দে শব্দে হুবহু একই বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে।

আপনাদের কেউ যদি 'টেলিফোন'—বা কখনও 'চাইনিজ হুইসপারস'—নামে পরিচিত পুরোনো দিনের একটি শিশুদের খেলার কথা জানেন, তবে আপনি জানেন যে মানুষজন বৃত্তাকারে বসে, খেলার নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ব্যক্তি পাশের জনের কানে ফিসফিস করে, তারপর সেই কথাই বৃত্ত ঘুরে ঘুরে সবাই পুনরাবৃত্তি করে; আর শুরুতে যে ফিসফিসটি ছড়ায়, তা অবধারিতভাবেই প্রথম ফিসফিসটি যা বোঝাত তার চেয়ে ভিন্ন কিছুর রূপ নেয়। তবু মূলধারার সংবাদমাধ্যম তাদের অনুসারীদের কাছে এই প্রত্যাশাই রাখে যে তারা বিশ্বাস করবে—এই দেশে এবং সারা বিশ্বের প্রতিটি সাংবাদিক নাকি কোনোভাবে একই শব্দ ও বাক্যাংশ বেছে নেন, কোনো বিষয় বা ঘটনায় ড্রাগনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে। শত শত কথিত সাংবাদিক একই ঘটনাটি দেখল, এবং শুধু একই উপসংহারে পৌঁছল তা নয়, ঘটনাটিকে বর্ণনা করতে তারা হুবহু একই শব্দ ও বাক্যাংশও বেছে নিল।

এই মুহূর্তে আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরছি, তা গ্লোবালিস্টদের প্রচারযন্ত্রের ওপর কোনো আক্রমণ নয়; এটি কেবল পৃথিবীতে এখন যে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ চলছে, তার এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা। খ্রিস্টের সময়ে, ইহুদিরা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে তাঁদের রাজা হিসেবে সিজারকেই বেছে নিয়েছিল, কারণ তাঁরা তাঁদের মসিহাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই বিতর্কিত সময়ে মহাযাজক খ্রিস্টকে হত্যা করার পক্ষে এমন এক যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, যা ছিল শয়তানি এবং ভ্রান্ত যুক্তির ওপর দাঁড়ানো, কিন্তু একই সঙ্গে তা যথার্থও ছিল।

> তাদের মধ্যে একজন, যার নাম কাইফা, যে সেই বছর মহাযাজক ছিল, তিনি তাদের বললেন, তোমরা একেবারেই কিছুই জান না, আর এ কথাও বিবেচনা কর না যে আমাদের পক্ষে শ্রেয়—একজন লোক জনগণের জন্য মরুক, এবং সমগ্র জাতি যেন বিনষ্ট না হয়। তিনি এ কথা নিজের পক্ষ থেকে বলেননি; কিন্তু সেই বছরের মহাযাজক ছিলেন বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যীশু ঐ জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করবেন; এবং শুধু ঐ জাতির জন্যই নয়, বরং সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঈশ্বরের সন্তানদেরও একত্র করে এক করবেন। যোহন ১১:৪৯–৫২।

কায়াফা খ্রীষ্টকে আক্রমণ করার জন্য এক ধরনের যুক্তি বানাচ্ছিলেন, আর তা করতে গিয়ে তিনি আসলে একটি যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে খ্রীষ্ট

মানবজাতির জন্য আত্মবলিদান হওয়া দরকার; তিনি শুধু তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এখন ড্রাগন-শক্তির মূলধারার গণমাধ্যম ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করছে। তারা জনগণের মধ্যে এই ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায় যে ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলে তিনি আডলফ হিটলারের মতো একনায়ক হয়ে উঠবেন। ডেমোক্র্যাটরা হলো দাসপ্রথার পক্ষে থাকা দল, এবং তাদের মধ্যে নাৎসি দলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে—শুধু জার্মান নয়, বিশ্বব্যাপী একটি প্রচারযন্ত্রসহ—তবু তারা দাবি করছে, ট্রাম্প নির্বাচিত হলে গণতন্ত্র উল্টে যাবে এবং ট্রাম্প আডলফ হিটলারের মতো একনায়ক হবেন।

এটাই ঠিক সেটাই যা ঈশ্বরের বাণী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে চিহ্নিত করে, যদিও মূলধারার গণমাধ্যম, ড্রাগন-প্রেরিত কাইয়াফার মতো, বোঝে না যে তাদের বক্তব্যগুলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এবং তা সত্যিই ঘটবে।

> আমাদের দেশ বিপদের মুখে। সময় ঘনিয়ে আসছে, যখন এর আইনপ্রণেতারা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের নীতিমালা এমনভাবে ত্যাগ করবে যে রোমীয় ধর্মচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেবে। যাদের জন্য ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে কাজ করেছেন, পোপতন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক জোয়াল ঝেড়ে ফেলতে যাদের তিনি শক্তি দিয়েছেন, তারা একটি জাতীয় পদক্ষেপের দ্বারা রোমের কলুষিত বিশ্বাসকে শক্তি দেবে, এবং এভাবে সেই স্বৈরাচারকে জাগিয়ে তুলবে, যা আবার নিষ্ঠুরতা ও স্বৈরতন্ত্রে ফেটে পড়ার জন্য শুধু একটি স্পর্শের অপেক্ষায় রয়েছে। দ্রুতগতিতে আমরা ইতিমধ্যেই এই সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দ্য স্পিরিট অব প্রফেসি, খণ্ড ৪, ৪১০।

আমি সচেতন যে, যখন আমি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটদের মধ্যকার দুর্নীতিগ্রস্ত উপাদান, নিজেদের রিপাবলিকান বলে দাবি করলেও আসলে গ্লোবালিস্ট যারা, এবং বিশ্বের প্রগতিশীল গ্লোবালিস্টদের চিহ্নিত করি, তখন কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে রিপাবলিকান পার্টি বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আমার কোনো ধরনের রাজনৈতিক সহানুভূতি রয়েছে। এটি বাস্তবতার সঙ্গে মোটেই মেলে না; শেষ প্রেসিডেন্ট একজন একনায়কে পরিণত হবে, যেমনটি মূলধারার গণমাধ্যম ভবিষ্যদ্বাণী করছে, যদিও তারা আসলে যা ভবিষ্যদ্বাণী করছে সে সম্পর্কে কাইফাসের চেয়ে বেশি কিছু জানে না। আমরা কেবল "মানব ঘটনার জটিল আন্তঃক্রিয়া"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গতিশীলতাকে চিহ্নিত করছি, যা ইজেকিয়েলের "চাকার মধ্যে চাকা" দ্বারা প্রতীকায়িত।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।